সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩০৯
WEEKLY BOOKLET:309

শাজারায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার একজন মহান বুযুর্গের জীবনী

কারামতে মারুফ কারখী رحمۃ اللہ علیہ

ক্যাশ বক্স টাকায় পূর্ণ হয়ে গেল! ১
মারুফ কারখী رحمۃ اللہ علیہ এর দোয়া সমূহ ১৫
উটের রোগ নিরাময় হলো ৬
প্রয়োজন পূরণকারী বাক্য সমূহ ১৬

উপস্থাপনায়
মজলিস-তাহকীকাতুল ইসলামিয়া বাংলাদেশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

কারামতে মারুফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ

আত্তারের দোআঃ ইয়া রব্বে মোস্তাফা! যে ব্যক্তি **"কারামতে মারুফ কারখী** رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ**"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে তাকে ক্বাদেরিয়া সিলসিলার বুযুর্গানে দ্বীনের ফয়েজ দ্বারা সমৃদ্ধ করুন এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মুহাম্মদে আরাবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উপর ১০০ বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার উভয় চোখের মাঝে লিখে দিবেন, এই ব্যক্তি কপটতা ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন। **(মু'জামু আওসাত ৫/২৫২, হাদীসঃ ৭২৩৫)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ক্যাশ বক্স (টাকা রাখার বক্স) টাকায় পূর্ণ হয়ে গেল!

এক বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তার ভাইয়ের আটার দোকানে গেলেন এবং তার ভাইকে সালাম দিয়ে সেখানে বসে পড়লেন। সালামের জবাব দেয়ার পর তার ভাই বললেনঃ ভাই! আপনি এখানে বসুন আর আমার দোকানটির প্রতি একটু লক্ষ্য রাখবেন, আমি একটি জরুরি কাজ সেরে আসছি। সেই বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দোকানে বসা ছিলেন এমন সময় তিনি

www.dawateislami.net

বাজারে কিছু দরিদ্র লোককে দেখলেন। সেই বুযুর্গ তাদের ডেকে তাদের মাঝে আটা বন্টন করা শুরু করলেন এমনকি এক পর্যায়ে দোকানের সব আটা তাদের মধ্যে বন্টন করে শেষ করে দিলেন। যখন তার ভাই এসে এই অবস্থা দেখলেন তখন জিজ্ঞেস করলেন আটা কোথায়? বুযুর্গ বললেন: আমি তো সেগুলো গরীবদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছি। এ কথা শুনে তিনি বললেন: ভাই! আপনি তো আমাকে নিঃস্বকরে দিলেন। ভাইয়ের এ কথা শুনে তিনি সেখান থেকে উঠে মসজিদে গিয়ে আল্লাহ পাকের ইবাদতে মগ্ন হয়ে গেলেন। দোকানদার ভাই যখন বক্স (টাকার বক্স) খুললেন তখন এটা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন যে, সেটা দিরহামে পূর্ণ ছিল। হিসেব করে দেখা গেল এক দিরহামের বিনিময়ে সত্তর দিরহাম লাভ হয়েছে। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন নিশ্চয় আমার ভাইয়ের বরকতেই এসব হয়েছে। কয়েকদিন পর সেই দোকানদার ভাই বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কাছে আসলেন এবং সালাম করলেন, সালামের উত্তর দেওয়ার পর সেই বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাই কিভাবে আসলেন?" তিনি বললেন: ভাই জান! আগামীকাল আপনি যদি কিছু সময়ের জন্য আমার দোকানে তাশরিফ রাখেন তবে এটি আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় হবে। বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: তুমি এই কথা বলার কারণ হলো সেদিন তোমার অনেক লাভ হয়েছিল। এখন আমি তোমার দোকানে আসব না এবং এই ধরনের ঘটনা প্রতিবার হয় না। এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। (উয়ুনুল-হিকায়াত, ১৯৮ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর ওসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হে অলি প্রেমিকগণ! আপনারা কি জানেন সেই বুযুর্গ যিনি তাঁর ভাইয়ের দোকানের সব আটা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন এবং যার বরকত ও কারামতে দোকানের ক্যাশ বক্স টাকায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তিনি কে?সেই মহান ব্যক্তি হলেন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তাঁর বরকতময় নাম "মারুফ বিন ফিরোজ কারখী", তাঁর দোয়া প্রায়শই কবুল হত, তিনি একজন বিখ্যাত সূফী এবং একজন মহান পরহেজগার বুযুর্গ ছিলেন। হযরত সিররি সাকতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ২০০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার মাজার বাগদাদ শরীফের দাজলা নদীর বাম তীরে বরকত বিতরণ করছে। তাঁর কবরের উসিলায় মানুষ রোগমুক্ত হয়, বাগদাদের লোকদের অভিমত হলো: তাঁর মাজার আরোগ্য লাভ ও দোয়া কবুলের কেন্দ্রবিন্দু। (রিসালায়ে কুশাইরিয়্যাহ, ২৬ পৃষ্ঠা। আল আলাম লিয যারকালি ৭/২৬৯। ওয়াফিয়াতুল-আয়্যান, ৪/৪৪৫-৪৪৬) নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো থেকে আপনারা তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সম্মান ও মহত্ত্ব অনুমান করতে পারবেন। সুতরাং

বাগদাদের বড় আলিম

হযরত ক্বারী ইসমাইল বিন শাদ্দাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমরা কোথাকার লোক? আমরা বললাম: বাগদাদের অধিবাসী। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন অমুক আলিম (অর্থাৎ বড় আলিমের) কি হয়েছে? আমরা জিজ্ঞেস করলাম কে? তিনি বললেন মারুফ কারখী। অতঃপর তিনি বললেন: যতদিন তিনি তোমাদের মাঝে থাকবেন ততদিন তোমরা কল্যানের মাঝে থাকবে। (হিলইয়াতুল-আউলিয়া, ৮/৪১০, সংখ্যা: ১২৭১৪)

www.dawateislami.net

জমিন ও আসমানে প্রশিদ্ধি

হযরত উবায়েদ رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: সিরিয়া থেকে এক ব্যক্তি হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ কে সালাম নিবেদন করতে এলেন, লোকেরা তাঁকে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমাকে বলা হলো তুমি মারুফ করখী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কাছে যাও এবং তাঁকে সালাম নিবেদন করো, কারণ তিনি জমীনবাসীদের মধ্যে মারুফ এবং আসমানবাসীদের মধ্যে মারুফ তথা সুপরিচিত। (অর্থাৎ তার বিলায়ত তথা অলি হওয়াটা পৃথিবীবাসী এবং আসমানের ফেরেশতাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ) **(হিলইয়াতুল-আউলিয়া, ৮/৪০৯, সংখ্যা: ১২৭০৮)**

আল্লাহর প্রেমে বিভোর

হযরত আবদুল্লাহ আনসারী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন, আমি হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ-কে স্বপ্নে দেখলাম যেন তিনি আরশের ছায়াতলে অবস্থান করছেন এবং আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে বলছেন, হে আমার ফেরেশতারা! সে কে? ফেরেশতারা আরজ করলো তুমি ভাল জানো, সে হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এবং সে তোমার প্রেমের নেশায় বিভোর হয়ে আছে যা তোমার সাক্ষাতের মাধ্যমেই সমাপ্তি হবে।

(হিলইয়াতুল-আউলিয়া, ৮/৪১০, সংখ্যা: ১২৭১৫)

এয়সা গুমা দে উন কি ভিলা মে খোদা হামে
ঢোন্ডা করে পর আপনি খবর কো খবর নাহো

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৩০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একজন কারামত সম্পন্ন মহান ওলী ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে অনেক কারামত প্রকাশিত হয়েছে। আসুন তাঁর কিছু কারামত[১] অধ্যায়ন করি:

(১) হারানো ছেলে ফিরে পেল

হযরত আবু মুহাম্মদ জারির رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, আমার প্রতিবেশী হযরত মারদাওয়াই رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাকে তাঁর কাছে আসার জন্য বার্তা পাঠালেন, আমি আসার পর তিনি আমাকে বললেন আমার ছেলে অনেক দিন ধরে নিখোঁজ এবং মহিলাদের কান্নার কারণে আমি খুব বিষাদগ্রস্ত। আপনি আমাকে সকালবেলা হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট নিয়ে যান। সুতরাং আমি এবং সে সকালবেলা মসজিদে হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট উপস্থিত হলাম। সালাম নিবেদনের পর হযরত হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু বকর কি মনে করে এখানে আসা? হযরত মারদাওয়াই رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আরজ করলেন, হুজুর আমার ছেলে বেশ কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ এবং মহিলাদের কান্নার কারণে আমি খুব বিষাদগ্রস্ত। হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তিনবার নিম্নোক্ত দুআটি পড়লেন: يَا عَالِمًا بِكُلِّ شَيۡءٍ وَيَا مَنۡ لَا يَخۡفَى عَلَيۡهِ شَيۡءٌ وَيَا مَنۡ عِلۡمُهُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيۡءٍ أَوۡضِحۡ لَنَا أَمۡرَ ذَا الغلام অর্থাৎ হে সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত, হে মহান সত্তা যার কাছে কিছুই গোপন নেই, হে সেই সত্তা যার

১. **কারামতের সংজ্ঞা:** আল্লাহ পাকের অলি থেকে অভ্যাসের বিপরীত যে বিষয় প্রকাশিত হয়। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫৮, ১ম অংশ, সামান্য পরিবর্তিত) অভ্যাসের বিপরীত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই কাজ যা সাধারনত কোন মানুষের কাছ থেকে প্রকাশিত হয় না, উদাহরন সরুপ বাতাসে উড়া, পানিতে হাঁটা, ইত্যাদি কাজ সাধারনত মানুষ না বাতাসে উড়তে পারে আর না পানিতে হাঁটতে পারে। মনে রাখবেন! কারামত অস্বিকার কারি গোমরাহ। (বাহারে শরীয়ত, ১/২৬৯, ১ম অংশ)

www.dawateislami.net

জ্ঞান প্রতিটি বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, আমাদের সামনে এই ছেলেটির বিষয় স্পষ্ট করে দিন। তারপর আমরা তাঁর কাছ থেকে চলে আসলাম। হযরত আবু মুহাম্মদ যরির رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: পরের দিন ফজরের নামাযের পূর্বে হযরত মারদাওয়াই رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দূত আমাকে ডাকতে আসলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম: কী ব্যাপার? তিনি বললেন, হারানো ছেলে এসে গেছে, আমি পৌঁছে দেখলাম শিশুটি হযরত মারদাওয়াই رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সামনে বসে আছে। হযরত মারদাওয়াই رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাকে বললেন, একটি আশ্চর্যজনক কথা শুনুন, এই শিশুটি বলল: আমি কুফায় হাঁটছিলাম এমন সময় দু'জন লোক আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে আমাকে কুফা থেকে বের করে আনল। এবং বললো, তোমার ঘরে চলে যাও, আমি পথে কোথাও বসেনি এবং কিছু খাইনি বা পান ও করিনি, অথচ আমি ৯টি কূপ বা ৯০টি কূপ অতিক্রম করেছি। আমাকে খাবার দেন আপনাদের কাছে আসা পর্যন্ত আমি কিছুই খাইনি। (হিলইয়াতুল-আউলিয়া ৮/৪০৬, সংখ্যা: ১২৬৯৬) আল্লাহ পাক তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁর উসিলায় আমাদের ক্ষমা করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) উটের রোগ নিরাময় হলো

একবার এক ব্যক্তি হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কাছে আসলেন তাঁর সাথে একটি উটও ছিল, তিনি তাঁকে বলতে লাগলেন, এটি আমার উট, আমার পরিবারের সমস্যা অনেক বেশি আর এর মাধ্যমেই আমার পরিবারের ভরণপোষণ হয়, আমি এটা দ্বারা কঠোর পরিশ্রম করি এর মাধ্যমে আরোহন করেই পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসি, এটি

www.dawateislami.net

তিন দিন ধরে অসুস্থ, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন, তুমি কি চাও? তিনি বললেন: আমি চাই আপনি আমার জন্য আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করুন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লোকদের বললেন: আপন ভাইয়ের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া কর, যাতে আল্লাহ পাক তার মুছিবত দূর করে দেন। তিনি তার হাত উত্তোলন করে দোয়া করলেন। তৎক্ষণাৎ উটের রোগ নিরাময় হয়ে গেল। (মানাক্বিবে মারুফ কারখী, ১৬০ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৩) মদ্যপায়ীদের তাওবা

হযরত ইব্রাহিম আতরোশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন, আমরা বাগদাদের দাজলা নদীর তীরে হযরত মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সাথে বসা ছিলাম, এমন সময় কিছু যুবক দফ বাজিয়ে, মদ পান করে এবং আমোদ ফুর্তি করতে করতে একটি ছোট নৌকায় করে আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। লোকেরা হযরত মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এদের দেখতে পাচ্ছেন যে, কিভাবে তারা প্রকাশ্যে আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা করছে? আপনি তাদের জন্য বদদোয়া করুন। তিনি হাত উঠালেন এবং দোয়া করলেন, হে আল্লাহ পাক যেমনিভাবে দুনিয়াতে তুমি তাদেরকে সুখ দান করেছো ঠিক তেমনিভাবে তাদেরকে পরকালেও সুখ দান করো, লোকেরা আরজ করলো! আমরা তো আপনাকে বদ দোয়া করতে বলেছি। তিনি বললেন, আল্লাহ পাক তাদেরকে আখিরাতে খুশি দান করবেন। সুতরাং তাদেরকে (মৃত্যুর পূর্বে) তাওবা করার সুযোগ দেবেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই যুবকরা মদ ও অন্যান্য জিনিস ছুঁড়ে

ফেলে দিয়ে তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হলো এবং তাঁর হাতে বাইয়াত হয়ে নিজেদের মন্দ কাজ থেকে তাওবা করল। অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গীদের সম্বোধন করে বললেন: তোমরা দেখলে তো, কেউ কষ্টে পতিত হওয়া বা ডুবে যাওয়া ছাড়াই আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করেছি। (ইহয়ায়ুল উলূম, ৪/১৯০, তাযকিরাতুল-আউলিয়া, ১/২৪২ সংক্ষেপ) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

করম হো ওয়াস্তা কুল আউলিয়া কা
মেরা ঈমান পে মাওলা খাতিমা হো

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩১৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে ওলি প্রেমিকগণ, হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর এই ঘটনা থেকে আমাদের এই শিক্ষা গ্রহণ অর্জন হয়েছে যে, ঘৃণা পাপের প্রতি হওয়া উচিত, পাপীর প্রতি নয়। তিনি যদি তাদের জন্য বদদোয়া করতেন তবে তারা ধ্বংস হয়ে যেত এবং তাদের আখেরাত নষ্ট হয়ে যেত, কিন্তু তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাদের জন্য হেদায়তের দোয়া করেছেন এবং তাঁর দোয়ার বরকতে তারা তাদের গুনাহ থেকে তাওবা করে এবং সঠিক পথে চলে আসলো। আমাদেরও কখনোই কারো জন্য বদদোয়া করা উচিত নয়, কারণ পবিত্র হাদিসে এটি নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: তোমরা নিজেদের জন্য বদদোয়া করো না এবং নিজেদের সন্তানদের জন্যও বদদোয়া করোনা এবং তোমাদের সম্পদের জন্যও বদদোয়া করোনা। এমন যেন না হয় যে,

www.dawateislami.net

এটাই সেই সময় যে সময়ে মহান আল্লাহর কাছে যা চাওয়া হয় তাই কবুল হয়। (মুসলিম, ১২২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৫১৫)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) সমস্যা সমাধান হয়ে গেলো

হযরত ক্বারী আবু আল হুজ্জাজ رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: আমার ঘরে সন্তান প্রশব হয়, তখন আমার কাছে কিছুই ছিল না। আমি এ বিষয়টি হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡه কে জানালাম তখন তিনি বললেন, আরে ভাই আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করো, সুতরাং তিনি দোয়া করতেন আর আমি আমিন বলতাম, আর যখন আমি দোয়া করতাম তখন তিনি আমিন বলতেন, যখন দোয়া দীর্ঘ হয়ে গেল তখন আমি উঠে লুকিয়ে বেরিয়ে এলাম, হঠাৎ দেখলাম একজন আরোহী আমাকে পিছন থেকে ডাকছেন। তার কাছে টাকার থলে ছিল। তিনি আমাকে বললেন: হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡه আপনাকে বলেছেন এই থলের টাকাগুলো সেই কাজে ব্যয় কর যার জন্য আপনি তার নিকট আবেদন করেছিলেন এবং থলেতে প্রায় ১০০ স্বর্ণমুদ্রা অথবা তার কাছাকাছি কিছু ছিল। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৪০৭/৮, সংখ্যা: ১২৬৯৮) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট

হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ-এর এক দ্বীনি ভাই একবার তাঁকে দাওয়াত করলেন। তিনি একজন নেককার ব্যক্তির হাত ধরে তাকে ভোজে নিয়ে এলেন। সেই নেককার লোকটি যখন রকমারি ও বিভিন্ন ধরনের জিনিস দেখলেন, তখন তার খারাপ লাগল এবং বললেন: হে আবু মাহফুজ, আপনি কি এগুলো দেখছেন না? তিনি বললেন: আমি এদেরকে এসব ক্রয় করার নির্দেশ দেইনি। যখন তিনি হালুয়া দেখলেন তখন বললেন, سُبۡحَانَ الله! হে আবু মাহফুজ, আপনি কি এগুলো দেখছেন না? তিনি বললেন: আমি এদেরকে এসব বানানোর নির্দেশ দেইনি। অতঃপর যখন তিনি বিভিন্ন প্রকারের মিষ্টি জাতীয় খাবার দেখলেন তখন বললেন, হে আবু মাহফুজ, আপনি কি এগুলো দেখছেন না? তদুত্তরে তিনি বললেন: তুমি আমাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছো, আমি তো কেবল একজন বিবেকবান ক্রীতদাস, আমার মুনিব আমাকে যা আপ্যায়ন করায় আমি তাই ভক্ষণ করি, আমাকে যেখানে মেহমানদারির জন্য নিয়ে যায় আমি সেখানেই চলে যাই। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/৪০৭, সংখ্যা: ১২৬৯৯)**

দীর্ঘ আশা নেক আমলের ক্ষেত্রে অন্তরায়

একদিন হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নামাযের জন্য ইকামাত দিলেন। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবি তওবা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে সম্বোধন করে বললেন, সামনে অগ্রসর হয়ে আমাদেরকে নামায পড়ান। এর কারণ হলো তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইমামতি করতেন না, বরং শুধুমাত্র আযান ও ইকামাত দিতেন আর অন্য কেউ ইমামতি করতো। হযরত মুহাম্মদ বিন আবী তওবা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: আমি যদি আপনার এই নামাযের ইমামতি

www.dawateislami.net

করি তবে আমি আর কোন নামাযের ইমামতি করব না। একথা শুনে তিনি বললেন: তুমি কি অন্য নামাযের আশা করছো? আমি দীর্ঘ আশা থেকে মহান আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি কারণ এটি সর্বোত্তম কর্মকে বাধাগ্রস্ত করে। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/৪০৫, সংখ্যা: ১২৬৮৮)

আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করো

হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা ইয়ামি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন, হযরত সায়্যিদুনা মারুফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জনৈক ব্যক্তিকে বললেন: আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করো এমনকি তিনিই তোমার শিক্ষক, তিনিই তোমার প্রেমিক, এবং তোমার ফরিয়াদ সমূহ কেবল তাঁর কাছেই পেশ হোক এবং মৃত্যুর স্মরণ তোমার সাথে যেন এমনভাবে মিশে থাকে যা কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না। জেনে রাখো, তোমার উপর যত বিপদ-আপদ, পরীক্ষা-নিরীক্ষাই আসুক না কেন, সেগুলিকে লুকিয়ে রাখার মধ্যেই মুক্তি রয়েছে, কারণ মানুষ তোমার কোন উপকারও করতে পারবে না, কোন ক্ষতিও করতে পারবে না, তোমার কাছ থেকে কোন কিছু রুখতেও পারবে না। এবং তোমাকে কোন কিছু দিতেও পারবে না।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/৪০৪, সংখ্যা: ১২৬৮৩)

বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি হযরত বকর বিন খুনাইস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে বলতে শুনেছি, ক্রয়-বিক্রয় কর, যদিও বিক্রয় মূল্য ক্রয়মূল্যেই হয়, কারণ এতেও সেরকম বরকত রয়েছে যেমন চাষাবাদে ফলন ও বৃদ্ধি হয়। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/৪০৮, সংখ্যা: ১২৭০৪)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ পাকের মারেফতই যথেষ্ট

জনৈক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা মারুফ কারখী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু মাহফুজ! আমাকে একটু বলুন, কোন বস্তুটি আপনাকে সৃষ্টিজগত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে ও আল্লাহ পাকের ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে? তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ নীরবতা অবলম্বন করলেন তখন সে ব্যক্তিটি নিজেই বললো, "মৃত্যুর স্বরণ নয় তো?" তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন: মৃত্যু আবার কি? সে পূণরায় বললো, তাহলে কবর ও বরযখের স্মরণ? তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন: "কবর আবার কি?" তারপর সে বলল, জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের আশা? তদুত্তরে তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন: "এগুলো আবার কি? নিশ্চয়ই এই সকল কিছু একজন বাদশাহের আওতাধীন। তুমি যদি তার সাথে ভালোবাসা স্থাপন করো তাহলে তিনি তোমাকে এসব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবেন আর যদি তোমার এবং তার মাঝে চেনা পরিচয় হয়ে যায় তাহলে এ সকল কিছুর তুলনায় তিনিই তোমার জন্য যথেষ্ট। (ইহয়ায়ুল উলূম, ৫/২২)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বানী সমূহ

হে ওলি প্রেমিকগণ, হযরত সায়্যিদুনা মারুফ কারখী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর আচরণ ও নৈতিকতার মাধ্যমে মানুষের সংশোধন করার পাশাপাশি নিজের পবিত্র বানী সমূহের মাধ্যমেও অসংখ্য মানুষের জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন, সুতরাং তিনি বলেন:

www.dawateislami.net

✸ চারটি জিনিসের সমন্বয়ই হল দুনিয়া: (১) সম্পদ (২) কথাবার্তা (৩) নিদ্রা এবং (৪) খাবার দাবার। কারণ সম্পদ অবাধ্যতার কারণ, কথাবার্তা আমোদ ফুর্তিতে লিপ্ত করে দেয়, নিদ্রা মানুষকে অলস করে দেয় এবং খাবার হৃদয়ের কঠোরতার কারণ। (ত্বকাতুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা ২৮৫)

✸ আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা করে তার করুণার আশা করা অজ্ঞতা এবং বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/৪১১, সংখ্যা: ১২৭১৪)

✸ হে অসহায়! তুমি কখন কাঁদবে, কখন জ্ঞানী হবে? একনিষ্ঠ হও এবং মুক্তিলাভ কর। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/৪১১, সংখ্যা: ১২৭১৪)

✸ কঠিন বিপদের সময় যা প্রয়োজন তা দান করাই দানশীলতা।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/৪১১, সংখ্যা: ১২৭১৪)

✸ শুধুমাত্র একটি অবৈধ লোকমাই কখনও কখনও হৃদয়ের অবস্থাকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয় যে, সারা জীবন পূণরায় সেই হৃদয় সঠিক পথে (অর্থাৎ সরল পথে) আসতে পারে না।

✸ কখনও কখনও সেই অবৈধ লোকমা একজন ব্যক্তিকে সারা বছর তাহাজ্জুদের মত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে দেয়।

✸ কখনও কখনও একবার কুদৃষ্টিদানকারী দীর্ঘদিন যাবত কুরআনের তেলাওয়াতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। (মিনহাজুল আবেদীন, ৯৭ পৃষ্ঠা)

✸ বান্দা অনর্থক কথাবার্তা বলা আল্লাহ পাকের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম নিদর্শন। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/৪০৫, সংখ্যা: ১২৬৯১)

✸ মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: আমার বান্দাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সেই মিসকিন বান্দাগণ যারা আমার আদেশ শোনে এবং তা পালন করে এবং আমার দায়িত্বে তাদের সম্মাননা

www.dawateislami.net

হলো, আমি তাদেরকে দুনিয়া প্রদান করবো না যাতে তারা (দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে) আমার ইবাদতের প্রতি ধাবিত হয়।

(তাহযিবুল-আচার লিল-তাবারী ২/৩০১, সংখ্যা ৫১০)

- হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো: কীভাবে হৃদয়কে দুনিয়ামুক্ত করা যায়? তদুত্তরে তিনি বললেন: নিখুঁত ভালবাসা এবং উত্তম সম্পর্কের মাধ্যমে। আর নিখুঁত ভালবাসার তিনটি লক্ষণ রয়েছে: (১) ভয় বা আশঙ্কা ব্যতিরেকে আনুগত্য করা (২) চাওয়া ছাড়াই দান করা (৩) দান দক্ষিনা ছাড়া প্রশংসা করা এবং আউলিয়াদের তিনটি লক্ষণ রয়েছে: (১) তাদের ইচ্ছা এবং চিন্তাধারা আল্লাহ পাকের জন্যই হয় (২) তারা আল্লাহ পাকের জন্যই ব্যস্ত থাকে (৩) তারা প্রতিটি বস্তু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহ পাকের দিকে অগ্রগামী হয়। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/৪১১, সংখ্যা: ১২৭১৪)
- যে আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে, তিনি তাকে উপকৃত করবেন এবং যে তার জন্য নিজেকে বিনীত করবে, তিনি তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। (সীয়ারুল-আলামুন নুবালাহ, ৮/২১৮, সংখ্যা: ১৪২৫)
- আল্লাহ পাক যখন কোন বান্দার জন্য মঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্য আমলের দরজা খুলে দেন এবং আল্লাহ পাক যখন কোন বান্দার জন্য মন্দ কামনা করেন তখন তার জন্য আমলের দরজা বন্ধ করে দেন। (সীয়ারুল-আলামুন নুবালাহ, ৮/২১৭, সংখ্যা: ১৪২৫)
- দীর্ঘ আশা নেক ও সৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/৪০৮, সংখ্যা: ১২৭০৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হযরত মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দোয়া সমূহ

হযরত মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দোয়া সমূহের মধ্যে একটি দোয়া এটিও ছিল, হে আল্লাহ পাক আমাকে সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা তোমার সাক্ষাতের উপর বিশ্বাষ রাখে, তোমার সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকে, তোমার দানের উপর খুশি থাকে এবং তোমাকে যেভাবে ভয় করা দরকার সেভাবে ভয় করে।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/৪০৫, সংখ্যা: ১২৬৯১)

হযরত মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এভাবে দোয়া করতেন: اللَّهُمَّ يَا مَنْ وَفَّقَ أَهْلَ الْخَيْرِ لِلْخَيْرِ وَأَعَانَهُمْ عَلَيْهِ وَفَّقْنَا لِلْخَيْرِ وَأَعِنَّا অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! হে সেই মহান সত্তা যিনি নেককার লোকদেরকে নেক কাজের তৌফিক দান করেন এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের সাহায্যও করেন, আমাকেও সৎ কাজের তৌফিক দান করুন এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্যও করুন।

(আর রাওদুল ফায়িক, ১৮৫ পৃষ্ঠা)

হযরত মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আওরাদ ও ওয়াজিফা

হে ওলি প্রেমিকগণ, আমাদের বুযুর্গদের এই রীতি ছিল যে, তারা তাদের মুরিদ ও অনুসারীদের বিপদ-আপদ ও রোগ থেকে মুক্তিলাভ, জীবিকায় বরকত লাভ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কিত আওরাদ ও ওয়াজিফা প্রদান করতেন। হযরত মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও বিভিন্ন সময় তাঁর মুরিদদেরকে আওরাদ ও ওয়াজিফা প্রদান করেছেন, সুতরাং

www.dawateislami.net

আবদালের মর্যাদা অর্জন করার ওয়াজিফা

হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, যে ব্যক্তি দৈনিক ১০ বার এই বাক্যগুলো পাঠ করবে:(اَللّٰهُمَّ اَصۡلِحۡ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ فَرِّجۡ عَنۡ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ ارۡحَمۡ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ হে আল্লাহ, উম্মাতে মুহাম্মাদির সংশোধন করুন, তাদের দুঃখ কষ্ট দূরীভূত করুন এবং তাদের উপর দয়া করুন।) তাকে আবদালদের দলভুক্ত করা হবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/৪১০, সংখ্যা: ১২৭১৬)

হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এক ব্যক্তি আল্লাহর ঘর কাবা শরীফ থেকে বিদায় নেয়ার সময় বলল: اَللّٰهُمَّ لَكَ الۡحَمۡدُ عَدَدَ عَفۡوِكَ عَنۡ خَلۡقِكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ, তোমার প্রশংসা তত সংখ্যক পরিমাণ যত সংখ্যক পরিমাণ সৃষ্টিকে তুমি ক্ষমা কর। অতঃপর যখন সে আগামী বছর হজে এলো এবং পূর্বের ন্যায় বাক্যগুলো বলল তখন অদৃশ্য থেকে সে একটি আওয়াজ শুনতে পেল, গতবছর যখন থেকে তুমি এই বাক্যগুলো বলেছিলে তখন থেকে আমরা এর সওয়াব গণনা করতে পারিনি।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/৪১০, সংখ্যা: ১২৭১৭)

প্রয়োজন পূরণকারী বাক্য সমূহ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ আনসারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, আমি হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি তার বিছানা থেকে পৃথক হওয়ার সময় এ বাক্যগুলো বলে: (سُبۡحَانَ اللهِ وَالۡحَمۡدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاسۡتَغۡفِرُ اللهَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَسۡاَلُكَ مِنۡ فَضۡلِكَ وَرَحۡمَتِكَ فَاِنَّهُمَا بِيَدِكَ لَا يَمۡلِكُهُمَا اَحَدٌ سواك অর্থাৎ আল্লাহ পাক পবিত্র এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা

করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ এবং রহমত প্রার্থনা করছি এদুটি শুধু তোমারই মালিকাধীন। তুমি ছাড়া কেউ এগুলোর মালিক নয়।) তখন আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য নিযুক্ত ফেরেশতা অর্থাৎ হযরত জিব্রাইল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام কে বলেন, হে জিব্রাইল! আমার বান্দার প্রয়োজন পূরণ করে দাও।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/৪১০, সংখ্যা: ১২৭১৮)

হযরত ইয়াকুব ইবনে আবদুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আমি হযরত মুহাম্মদ ইবনে হাসান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-কে বলতে শুনেছি যে, হযরত মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে বলেছেন: "আমি কি তোমাকে এমন দশটি বাক্য শিক্ষা দেব যার মধ্যে পাঁচটি ইহকালের জন্য এবং পাঁচটি পরকালের জন্য, মহান আল্লাহর দরবারে যে এই বাক্যগুলি দ্বারা দোয়া করবে আল্লাহ পাক তাকে পুরস্কৃত করবেন। আমি তাকে এটি লিখে দিতে বললাম, তখন তিনি বললেন: "না!" আমি লিখব না, বরং আমিও তোমাকে হযরত বকর বিন হুবাইস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মতো বারবার পাঠ করে শোনাবো, সেই বাক্যগুলো হলো,

حسبِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِدِينِي ، حَسْبِيَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِدُنْيَايَ حَسْبِيَ اللَّهُ الْكَرِيمُ لِمَا أَهَمَّنِيْ حَسْبِيَ اللهُ الْحَكِيمُ الْقَوِيُّ لِمَنْ بَغَى عَلَيَّ ، حَسْبِيَ اللَّهُ الشَّدِيدُ لِمَنْ كَادَنِيْ بِسُوءٍ ، حَسْبِيَ اللَّهُ الرَّحِيمُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، حَسْبِيَ اللَّهُ الرَّؤُوفُ عِنْدَ الْمَسْئَلَةِ فِي الْقَبْرِ ، حَسْبِيَ اللَّهُ الْكَرِيمُ عِنْدَ الْحِسَابِ ، حَسْبِيَ اللَّهُ اللَّطِيفُ عِنْدَ الْمِيزَانِ ، حَسْبِيَ اللهُ الْقَدِيرُ عِنْدَ الصِّرَاطِ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

www.dawateislami.net

অনুবাদঃ আমার দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট, আমার দুনিয়ার ব্যাপারেও আল্লাহ পাকই যথেষ্ট, এমনকি যে বিষয়গুলো আমাকে বিষাদগ্রস্ত করেছে তাতেও আমার জন্য আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট। আমার প্রতি সীমালংঘন কারীদের বিষয়েও আমার জন্য পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পাকই যথেষ্ট এবং যে আমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তার ব্যাপারেও আমার জন্য পরাক্রমশালী আল্লাহ পাকই যথেষ্ট, মৃত্যুর সময়ও আমার জন্য করুণাময় আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট, কবরে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়ও আমার জন্য দয়াময় আল্লাহ পাকই যথেষ্ট, হিসাব নিকাশের সময়ও আমার জন্য করুণাময় আল্লাহ পাকই যথেষ্ট, মিযানের কাছেও আমার জন্য দয়া ও করুণাময় আল্লাহ পাকই যথেষ্ট, পুলসিরাত অতিক্রম করার সময়ও আমার জন্য ক্ষমতাশালী আল্লাহ পাকই যথেষ্ট, আমার জন্য আল্লাহ পাকই যথেষ্ট যিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই, আমি তাঁর উপর ভরসা করেছি এবং তিনিই একমাত্র আরশে আযিমের মালিক।

এবং অতঃপর এভাবে দোয়া করবে,

اَللّٰهُمَّ يَا هَادِيَ الْمُضِلِّيْنَ وَرَاحِمَ الْمُذْنِبِيْنَ وَمُقِيْلَ عَثَرَاتِ الْعَاثِرِيْنَ اِرْحَمْ عَبْدَكَ ذَا الْخَطَرِ الْعَظِيْمِ الْمُسْلِمِيْنَ كُلِّهِمْ اَجْمَعِيْنَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْاَحْيَاءِ اَنْعَمْتَ الَّذِيْنَ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! হে বিপথগামীদের পথপ্রদর্শন কারী! আর হে পাপীদের প্রতি করুণাময়! হে অন্যায়কারীদের ক্ষমাকারী! হে মহান মর্যাদার মালিক! তোমার এই বান্দা এবং সমস্ত মুসলমানদের প্রতি রহম কর এবং আমাদেরকে সেই রিযিকপ্রাপ্ত জীবিতদের অন্তর্ভুক্ত কর যাদেরকে

www.dawateislami.net

তুমি পুরস্কৃত করেছ, অর্থাৎ নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর - আমীন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত উতবা গোলাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখলে তখন তাঁকে জান্নাতে প্রবেশের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এই দোয়ার বরকতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি।

পূর্বোক্ত দোয়ার পর এই দোয়াটি করুন:

اللَّهُمَّ عالم الْخَفِيات، رَفِيْعَ الدَّرَجَاتِ ذَا الْعَرْشِ، تُلْقَى الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِكَ عَلَى مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ، غَافِرَ الذَّنْبِ وَقَابِلَ التَّوْبِ شَدِيْدَ الْعِقَابِ، ذَا الطَّوْلِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অনুবাদঃ হে আল্লাহ পাক! হে গোপন বিষয়ের জ্ঞানী! হে মর্যাদা বৃদ্ধিকারী! হে আরশের অধিপতি! তোমার আদেশে তোমার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি অনুসারে তোমার বান্দাদের মধ্যে রুহ দেওয়া হয়, হে পাপ ক্ষমাকারী, হে তাওবা কবুলকারী বরকতময় সত্তা! হে কঠিন শাস্তির মালিক! তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন। হযরত ইব্রাহীম সায়িগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন কিসের কারণে নাজাত পেলেন? তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন, এই উল্লিখিত দোয়াটিই আমার নাজাতের কারণ। **(কুতুল কুলুব, ১/২৪)**

www.dawateislami.net

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net